16

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান

এইচএসসি ঃ ভুয়া প্রশ্নপত্র ছেপে আতঙ্ক সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে

সরকার গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে একটি মহল চক্রান্তে লিপ্ত. রয়েছে। এ চক্রান্তের অংশ হিসাবে সারাদেশে ভুয়া প্রশ্নপত্র ছেপে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। খবর তথ্য বিবরণীর।

পরীক্ষা নিয়ে একটি মহলের সাজানো এ ধরনের প্রতারণা শুধু পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি করবে না, তা জাতিকেও এক দুর্ভোগের কাছে সমর্পণ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানাচ্ছে যে আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কোন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। একটি অসাধু গোষ্ঠী আরও ভুয়া প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, এমন কিছু আলামত সরকারের নজরে এসেছে। এ সমাজ বিরোধীদের রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে একটি মহলের এ ধরনের জাতি বিধ্বংসী তৎপরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেতন শিক্ষানুরাগী সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এইচএসসি ঃ ভুয়া প্রশ্নপত্র ছেপে আতঙ্ক সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষামন্ত্রী কোমলমতী ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রকার বিভ্রান্তি ও প্রচারণায় কান না দেয়ার পরামর্শ দিয়ে তাদের প্রতি লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার অনুরোধ করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, 'শত উস্কানি ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে ইনশাল্লাহ।'

এদিকে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু-ভাবে অনুষ্ঠিত করার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। যদি কোন মহল থেকে ভুয়া প্রশ্নপত্র পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছাপিয়ে বিক্রি, বিলি কিংবা প্রচার করে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত কতে চায়, তাহলে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে ধরিয়ে দেয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এসব সমাজবিরোধী লোকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমের কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস অথবা ভুয়া প্রশ্নপত্রের কোন তথ্য পাওয়া গেলে দেশ ও জাতির স্বার্থে তা যেন পূর্বে শিক্ষা বোর্ড বা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এতে ভুয়া প্রশ্নপত্র নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ও শংকা এড়ানো সম্ভব হবে।